

১। চেতনার স্বরূপ (Nature of Consciousness) :

চেতনা কি ? (What is Consciousness ?) এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন। চেতনার তর্কবিদ্যাসম্মত কোন যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। এরূপ কোন সংজ্ঞা দিতে গেলে যে জাতির (Genus) অন্তর্গত ‘চেতনা’ তার উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু চেতনা কেন জাতির অস্তর্ভুক্ত নয়, তাই চেতনার কোন জাতির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। চেতনা বলতে প্রারম্ভিকভাবে আমরা মনে করি ‘সন্ধিত’ (mind's awareness) বা প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন বৃত্তিগুলি সম্পর্কে মানসিক বোধ। এদিক থেকে ভাবলে বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি যথা চিন্তা, সংবেদন প্রভৃতি সম্পর্কে মনের সহজ জ্ঞানই হল চেতনা। অবশ্য মন চেতনা থেকে অনেক ব্যাপক। মন ও চেতনার ব্যাপ্তি একই রকম নয়। তবে এরকম বলা যেতে পারে যে, চেতনা এক মৌলিক অবস্থা, মনের সারধর্ম। ব্যক্তির যে কোন মানসিক অবস্থাই চেতনা।

হ্যামিলটন (Hamilton) মন্তব্য করেছেন, “Consciousness may be compared to an internal light by means of which and which alone, what passes in the mind is rendered visible !” অর্থাৎ, “চেতনাকে অভ্যন্তরীণ আলোকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যার সাহায্যে শুধুমাত্র মনের মধ্যে যা ঘটে চলে তা দৃষ্টিগোচর হয়।” আলো যেমন বস্তুকে দীপ্তিময় করে তোলে, চেতনাও বস্তুকে উদ্ভাসিত করে দেয়।

স্বরূপত, আমাদের মনের দুটি অবস্থা—একটি হল সংজ্ঞান (Consciousness), যা জাগ্রত অবস্থায় ঘটনাকে অবগত করায়, আর একটি অবস্থা হল নির্জ্ঞান (Unconsciousness) যা স্বপ্নাহীন নিদ্রার অবস্থা, যেখানে চেতনা বর্জিত। একে ‘সুযুক্ষ্ম’ও বলা হয়। ল্যাড (Ladd) বলেছেন, “It is what we are, when we are awake as contrasted with what we are when we sink into a profound and perfectly dreamless sleep”—Ladd, *Psychology, Descriptive and Explanatory*, P. 30। অর্থাৎ, “আমরা জাগ্রত অবস্থায় যা তাই চেতনা এবং তুলনামূলকভাবে যখন আমরা গভীর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্জ্ঞাহীন ঘুমের মধ্যে নিমজ্জিত হই” তখন চেতনার সংজ্ঞা হ্রাস পায়। অভিব্যক্তিবাদীরা (Evolutionists) মনে করেন যে, নিত্যদিনের জীবন যুদ্ধে প্রাণের গতি অব্যাহত রাখার জন্য জীবের চেতনা অহরহ বিবর্তিত হচ্ছে যার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থাস্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা সম্ভব। যাইহোক, বিভিন্ন দিক থেকে চেতনার প্রকৃতিকে বোঝার প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু চেতনার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে গেলে চেতনার বিভিন্ন বর্ণনা দেওয়া ছাড়া এই মৌলিক অবস্থাকে বোঝা কঠিন।

এইভাবে চেতনার বর্ণনা করে তার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে—

- (১) চেতনার প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে, যেমন চেতনা হল মনের বোধ।
- (২) বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করে এইভাবে বলা যায় যে, চেতনা হল চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা সম্পর্কিত মনের অবগতি।

(৩) চেতনার বিপরীত অবস্থার সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করে বলা যায় এভাবে—জড়ের শুণ বিস্তৃতি, মনের শুণ চেতনা।

(৪) চেতনা একদিকে জ্ঞাতা-মন যে জানছে, অন্যদিকে জ্ঞেয় বস্তু, যা জানা হচ্ছে—এভাবে উভয়ের সম্পর্ক দেখিয়ে বোঝানো যায়।

(৫) উপর্যুক্ত ব্যবহার করে—যেমন বলা যায়, চেতনা যেন আলোর উত্তাস, মনের গভীরে যা ঘটে চলে, তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটায় চেতনা।

২। চেতনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Consciousness) :

চেতনার যেহেতু সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তাই চেতনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চেতনার প্রকৃতি বা স্বরূপকে বুঝে নেওয়া যায়।

(১) ব্যক্তি সাপেক্ষ (Subjective) : চেতনা ব্যক্তি-বহির্ভূত নয়। চেতনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তি সাপেক্ষ। যখনই আমরা চেতনার কথা বলি, তখনই মনে করি চেতনা কোন না কোন ব্যক্তির চেতনা। ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞান আর বস্তুর জ্ঞান, অর্থাৎ 'জ্ঞাতা' (knower) ও জ্ঞেয় (object known), উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য-বোধ তাই হল চেতনার বৈশিষ্ট্য। আমাদের নিজস্ব সন্তার সঙ্গে চেতনা অন্তর্স্থিত। চিন্তন, ইচ্ছা, অনুভূতিগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট।

(২) পরিবর্তনশীলতা (Modifiability) : চেতনা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা ছাড়া চেতনা সন্তুষ্টিহীন হত না। চেতনার মধ্যে পরিবর্তন না ঘটলে আমরা দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে একই বস্তু প্রত্যক্ষ করতাম, একই বিষয় চিন্তা করতাম। এইভাবে এক ঘেরেমির রূপরেখায় চেতনার বিলুপ্তি ঘটত। চেতনা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। একটি বিষয় নিয়ে আমরা যখন সচেতন, তখন অন্য বিষয় থেকে আমরা তার পার্থক্য করি। এই পার্থক্য করার জন্যই চেতনার বিষয়ের নিয়ত পরিবর্তন দরকার। আমাদের মনোজগতে কল্পনা, চিন্তন, ধারণা প্রভৃতির অহরহ পরিবর্তন না ঘটলে এসব বিষয়ে কোন চেতনাই হবে না। এটাই হল 'চেতনার' আপেক্ষিকতাসংক্রান্ত নিয়ম (Law of Relativity of consciousness)।

(৩) নিরবচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা (Continuity) : নিরবচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা (Continuity) চেতনার আর একটি বৈশিষ্ট্য। চেতনা এক গতিধারা যেখানে কোথাও ছেদ নেই। মনোবিদ্য জেমস একে আখ্যা দিয়েছেন 'চেতনার প্রবাহ' (stream of consciousness)। বেগবতী নদীর স্রোতের সঙ্গে চেতনার গতিধারা তুলনা করা যায়। নদীর স্রোত যেমন বালি, নুড়ি পাথর ভেদ করে অবিরাম এগিয়ে চলে, আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছাও তেমনই ক্রমাগত বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই গতির কোন থামা নেই। চেতনার এই বয়ে চলার গতি সব সময় সমান নয়। অতিরিক্ত ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে চেতনার গতি দ্রুত, আবার বিশ্রামের সময় তার গতি ধীর। চেতনা কখনও এক জায়গায় নিবন্ধ নয়, যে কোন বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তার চলমান ছন্দ। তাই চেতনার বস্তুর প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটে। অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে স্মৃতিহীন গভীর ঘুমের সময় কোন রকম চেতনা থাকে না। কিন্তু এই অভিযন্ত ঠিক নয়। কেবল ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরই আমরা অনুভব করি যে আমরা ঘুমের মধ্যে ছিলাম এবং এটা স্মৃতির মাধ্যমে ঘুমের আগের অবস্থার সঙ্গে ঘুমের পরবর্তী অবস্থার সংযোগ স্থাপন করে উপলব্ধি করি। চেতনার বিভিন্ন অবস্থা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযোগ রেখে অবিরাম ধারায় চলতে থাকে। একেই আমরা বলতে পারি চেতনার বিশেষ নিরবচ্ছিন্নতা।

(৪) বিশেষ এক (Special continuity) : চেতনার এই সাধারণ নিরবচ্ছিন্নতা ছাড়া চেতনার মধ্যে এক বিশেষ একক লক্ষ্য করা যায়। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা লক্ষ্যপূরণ করার অভিপ্রায়ে কেউ কোন কাজ করলে তখন দেখা যায় আপাত ভিন্ন চেতনার অবস্থাগুলি একটি যোগসূত্রের দ্বারা প্রাপ্তি হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মাঠে খেলার নামার আগে তার ‘ক্যাটিং করা’, ‘বল করা’, ‘মাঠে ঠিক জায়গায় দাঁড়ানো’, ‘কি ভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়’ ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম প্রণালীর চিন্তা জয়লাভ করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হয়। চেতনার সাধারণ প্রবাহের মধ্যে এটি হল বিশেষ এক (Special continuity)।

(৫) নির্বাচন ধর্মী (Selective) : জেনস-এর মতে, চেতনা নির্বাচন সাপেক্ষ (selective)। চেতনার সামনে অনেক বস্তুই বিবাজ করে। কিন্তু একই পরিবেশের মধ্যে সব বস্তুর প্রতি একসঙ্গে সচেতন হওয়া সম্ভব নয়। তাই চেতনা বিভিন্ন বস্তুর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে মনোনয়ন করে নেয়। বিশ্বাসের সময় আমি কবিতা পড়ব, গান শুনব না ছবি আঁকব—এই সমস্ত দিকের প্রতিই আমার চেতনা রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু একসঙ্গে তো সবকিছু করা সম্ভব নয়। ক্ষেত্র বিশেষে আমার মনের আগ্রহ গান শোনাকেই চেতনা নির্ধারণ করে দেয়।

(৬) বস্তুসাপেক্ষ (Objective) : চেতনা বস্তুসাপেক্ষ। চেতনার কেন্দ্রে কোন না কোন বস্তু থাকবেই। আমার যখন তৃষ্ণা লেগেছে, তখন তৃষ্ণা মেটাতে জগের প্রয়োজন। চেতনা ধাবিত হয় জগের দিকে। এক্ষেত্রে মানস-চেতনা ও বস্তু চেতনা সুসংবদ্ধ হয়ে বস্তুগাত্র চেতনাকে স্পষ্ট করে দেয়। আমাদের নানা আকাঙ্ক্ষা পূরণে বস্তু হয় চেতনার উপজীব্য বিষয়, যা অঙ্গীকার করা যায় না।

CHAPTER 10

CONSCIOUSNESS AND MENTAL PROCESSES

1. Consciousness

It is difficult to define consciousness, for it is ultimate in character and we can only define it in terms of itself. It can, however, be described in terms of conscious processes like sensations, ideas, feelings, acts of memory, imagination and will. G. T. Ladd means by consciousness what becomes less and less as we gradually pass over from waking life to sleep and becomes more and more as we gradually come back from sleep to waking life. It is a bone of contention whether in sleep consciousness is absent altogether. On waking up from sleep one is conscious that one had *sound or disturbed sleep*. Such consciousness cannot be explained if sleep is devoid of consciousness, as pointed out by Yoga psychology.

It is, however, easy to distinguish conscious processes from physical objects. The latter have position and extension, which the former have not. Conscious processes *exist for themselves*. One *knows* one's sensations, but a physical object is not aware of its existence. Above all, we are conscious of our consciousness. So the nature of consciousness need not be misapprehended.

The fact that consciousness varies in degree is a positive fact of experience. Consciousness is a field, rather than a point. This field or circle of consciousness is clearest at the centre, while it becomes less clear till it fades away altogether, as we proceed towards and come to the circumference. The sphere or range from the centre to the margin is called the *field of consciousness*. For example, as the reader is studying the book, the portion being read at the moment is the *centre or focus of the conscious field*. While the table on and the light in which he is reading the book together with the outlying portions of it are not at the centre but at the *circumference, periphery or margin of consciousness*.

The objects in the field of consciousness undergo constant redistribution or shifting of places. These objects act and react upon and compete with one another to be focused on attentive consciousness. Thus what was at the centre is shifted to the margin or the circumference of consciousness and vice versa. For example, while reading the book the reader's centre or focus of consciousness is just the portion being read, while the light, the table, the chair, the pictures hanging on the wall in front of him are at the margin of his consciousness. But a sudden change in these objects or any interference with his attention to them causes a transfer of the objects lying in the margin to the centre of consciousness. Thus the objects in the field of consciousness are not passive or inert but ceaselessly active, for consciousness fluctuates. Prof. William James calls consciousness a stream. Fluctuation of attention is a causative factor of changes in the field of consciousness. Consciousness is thus a continuum. Different parts of the conscious field are continuous with one another. It is a unity and an identity as well. On waking up from sleep a person is aware of himself as one and the same centre of consciousness passing from one state to another.